যায়যায়দিন

13 JAN [illegible]
পৃ. ১৮ কলাম ২

ঢাবিতে ছাত্রলীগে গ্রুপিং চরমে বড় ধরনের সংঘর্ষের আশঙ্কা

পলাশ সরকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের গ্রুপিং প্রকট আকার ধারণ করেছে। হলগুলোতে বিরাজ করছে চরম অন্তর্কোন্দল। দীর্ঘদিন রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত না থাকলেও দল ক্ষমতায় আসায় নেতারা ক্যাম্পাসে ফিরতে শুরু করেছেন। নিজেদের জাহির করতে নানা কৌশল প্রয়োগ করছেন তারা। হলগুলোতেও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে প্রায় প্রতিদিনই ছোটখাটো সংঘর্ষ হচ্ছে। ক্যাম্পাসের এসব ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার জিয়াউর রহমান হলে জিকু গ্রুপ ও ইউসুফ গ্রুপের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতারা পরিস্থিতি সামাল দিতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন। বৃহস্পতিবারের ঘটনায় গতকাল ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের উপস্থিতিতে জিয়াউর রহমান হল থেকে ছাত্রলীগের দুই কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এরা হলেন- বাকী চৌধুরী ও জিয়াউল হক। বৃহস্পতিবারের ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দেয়ায় তাদের পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ওই সংঘর্ষে তিন ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়েছিল।

জানা গেছে, ক্ষমতার পালা বদলের সুযোগ নিয়ে ক্যাম্পাসে নিজেদের অবস্থান গড়তে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের নিয়ে কিছু সিনিয়র নেতা হল দখলের চেষ্টা করছেন। এসব নিয়ে যারা দীর্ঘদিন মাঠে রাজনীতি করেছেন তাদের সঙ্গে সৃষ্টি হচ্ছে দ্বন্দ্ব। নেতাকর্মীদের মাঝে বিরাজ করছে চাপা উত্তেজনা। পরিস্থিতি হয়ে উঠছে উত্তপ্ত। এ অবস্থা চলতে থাকলে যে কোনো সময় ক্যাম্পাসে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে। যদিও ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন বলেছেন, আমরা ক্যাম্পাসে সহাবস্থানের রাজনীতি করতে চাই। জননেত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়েছেন ছাত্রলীগের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে। তারপরেও কেউ যদি এ নির্দেশ অমান্য করে তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জহুরুল হক হল, এস এম হল, মুহসীন হল, সূর্য সেন হল, জিয়াউর রহমান হলসহ বেশ কয়েকটি হলে বহিরাগতরা অবস্থান নিয়েছে। নেতাকর্মীদের অভিযোগ বহিরাগতদের অনেকেই অছাত্র। রাজধানীর ঢাকা কলেজ, বাঙলা কলেজে পড়েন এমন ছাত্রলীগ কর্মীরাও আধিপত্য বিস্তারের জন্য হলে পৃ ১৫ ›› ক ৭

ঢাবিতে ছাত্রলীগে গ্রুপিং চরমে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অবস্থান করছে। বহিরাগতদের ভয়ে তটস্থ থাকছে সাধারণ ছাত্ররা এমনকি দীর্ঘদিন মাঠে থাকা নেতাকর্মীরা। অনেক হলে এসব ত্যাগী নেতারা যেতে সাহস পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বহিরাগতদের পেছন থেকে মদদ দিচ্ছেন কিছু দায়িত্বশীল নেতা।

ছাত্রলীগ সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচনের পরপরই জহুরুল হক হল, জগন্নাথ হল, জিয়া হল, এসএম হল, মুহসীন হলে কিছু নেতা উঠেছেন বহিরাগতদের নিয়ে। এছাড়া সুযোগের আশায় জুনিয়র শিবির ও ছাত্রদল কর্মী ঢুকে পড়ছে ছাত্রলীগের মধ্যে। নিজেদের পারফরমেন্স সভাপতি শেখ সোহেল রানা টিপু বলেন, বহিরাগতদের ব্যাপারে ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রশাসনকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা হবে। সংগঠনের কেউ এর সঙ্গে জড়িত থাকলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ সাকীব বাদশা বলেন, কোনো হলে যদি বহিরাগত থাকে তবে তাদের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও পুলিশ প্রশাসন সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেবে। সব ধরনের সাহায্য করতে তারা প্রস্তুত। নিয়মিত ছাত্র নন সংগঠনের এমন কেউ হলে থাকলে সাংবাদিকদের মাধ্যমে তাদের হলে না থাকতে অনুরোধ জানান তিনি।

ক্যাম্পাসে সংঘটিত সহিংস ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বৃহস্পতিবার রাতে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সমিতির নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যও সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে বিঘ্ন সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সমিতি আহ্বান জানিয়েছে।